TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ □ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ □ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ 4-4-2015

No.F.7(4)/SWC/un- dth/119/15/1598-1607

প্রেস রিলিজ

স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন - তদন্তে মহিলা কমিশন

গত ১লা এপ্রিল স্থানীয় পত্রিকায় প্রকাশিত 'নিজের স্ত্রীকে খুন করল স্বামী' খবরের ভিত্তিতে গত ২রা এপ্রিল মহিলা কমিশনের সভানেত্রী একজন প্রতিনিধিকে নিয়ে মৃতার বাপের বাড়ীতে যান। প্রতিনিধিলটি কথা বলেন মৃতার মা, আত্মীয়স্বজন এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাঠরত ছেলের সাথে। মৃতার মা ও ছেলের সাথে কথা বলে জানা যায় মৃতা শর্মিষ্ঠা প্রতিনিয়তই নেশা গ্রস্থ স্বামীর দ্বারা দৈহিক এবং মানসিক ভাবে নির্যাতিত হতেন। অসম্ভব চাপা স্বভাবের মেয়ে শর্মিষ্ঠা প্রথমদিকে কখনোই মা-বাবাকে নির্যাতনের বিষয়টি জানান নি এমন কি ছেলেকেও বারন করে দিয়েছিল। ৩।৪ মাস আগে শর্মিষ্ঠা তার মায়ের কাছে নির্যাতনের কথা বলেন এবং সাথে সাথে তার স্বামীর অন্য মহিলার সাথে অবৈধ সম্পর্কের বিষয়টি জানান। ঘটনার দিন অর্থাৎ ৩১ মার্চ শর্মিষ্ঠা তার ছেলেটিকে সকাল আনুমানিক ১১/৩০ মিনিট নাগাদ বাপের বাড়ীতে রেখে কমপিউটার ক্লাসে যায় এবং সন্ধ্যায় ফিরে এসে ছেলেকে নিয়ে যাবে বলে যায়। দুপুর আনুমানিক ৩টা নাগাদ শর্মিষ্ঠার অসুস্থতার খবর ফোনে পেয়ে সকলে শর্মিষ্ঠার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পায়। শর্মিষ্ঠার বাপের বাড়ীর সকলের ধারনা হত্যা করে শর্মিষ্ঠাকে ঝুলিয়ে রেখেছে।

কমিশন ঘটনাটির তীব্র নিন্দা করছে এবং সুষ্ঠু তদন্তক্রমে দোষীকে অতিসত্বর গ্রেপ্তার করে কঠোর শাস্তি দাবী করছে।

04/4/2015
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women

TRIPURA STATE COMMISSION FOR WOMEN

ফোন নং ঃ (০৩৮১) ২৩২ ৩৩৫৫
২৩২ ২৯১২

ত্রিপুরা মহিলা কমিশন

মেলারমাঠ ◻ আগরতলা - ৭৯৯ ০০১ ◻ পশ্চিম ত্রিপুরা।

রেফ্ নং ঃ

তারিখ ঃ 4-4-2015

No.F.7(4)/SWC/rape & dth/117/15/1608-17

প্রেস রিলিজ

ধর্ষনের পর যুবতী খুন -তদন্তে মহিলা কমিশন

গত ৩১শে মার্চ স্থানীয় পত্রিকায় 'ধর্ষনের পর খুন যুবতী' শীর্ষক খবরের ভিত্তিতে কমিশনের সভানেত্রী নিজেই ঘটনার তদন্তে সিধাই থানাধীন চালিতাবাড়ী গিয়ে মৃতা শিবানী দেববর্মা'র বোন দীপালি দেববর্মার সঙ্গে কথা বলেন। মৃতার পিতা প্রবীর দেববর্মা তখন বাড়ীতে ছিলেন না। দীপালি দেববর্মা'র বয়ানে জানা যায় যে, গত ২৭শে মার্চ ২০১৫ ইং সন্ধ্যা ৭ টার সময় তারই পূর্ব পরিচিত সমরজিৎ দেববর্মা এবং সমরজিৎ এর দুই বন্ধু ওয়েলবি দেববর্মা ও রাহুল দেববর্মা'র সঙ্গে শিবানী ও সে একটি বাইক ও স্কুটি করে ব্রম্মকুন্ড মেলায় যায়। রাত্রি আনুমানিক ১০টা নাগাদ স্কুটি করে ওয়েলবি দেববর্মা(চালক), রাহুল দেববর্মা ও শিবানী দেববর্মা রওনা দেয় মেলা থেকে বাড়ীর উদ্দেশ্যে । কিছুক্ষন পরে সমরজিৎ ও দীপালিও বাইকে রওনা হয় । প্রায় ১০/৩০মিনিট নাগাদ একটি রাবার বাগানের সামনে এসে দীপালি দেখে ওয়েলবি ও রাহুল শিবানীকে লুঙ্গী থেকে এনে রাস্তায় রাখছে। শিবানী কথা বলতে পারছিল না, এসব দেখে দীপালি অজ্ঞান হয়ে যায়। জ্ঞান ফিরলে দীপালি নিজেকে কাতলামারা হাসপাতালে দেখতে পায়। দীপালি ঐসময় ওর বাবাকে ফোন করে সব জানায়। দীপালির বাবা প্রবীরবাবু গাড়ী রিজার্ভ করে রওনা হয়ে যান। তখন সমরাজিৎ সঙ্গে ছিল । এরপর দুই মেয়েকে নিয়ে প্রবীরবাবু জি বি পি হাসপাতালে আসেন। জি বি পি হাসপাতালে গিয়ে শিবানীকে মৃত অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায় । দীপালির অভিযোগ ওয়েলবি ও রাহুল দু'জনেই সমরজিতের পরিচিত। তাই সমরজিৎ চক্রান্ত করেছে। ওয়েলবি ও রাহুল দুজনেই শিবানীকে ধর্ষন করে মেরে ফেলেছে। সভানেত্রী এই কেইসটি নিয়ে মহকুমা পুলিশ অফিসার ও তদন্তকারী অফিসারের সঙ্গে কথা বলেন। কিন্তু থানায় দায়ের করামৃতার পিতার অভিযোগের সঙ্গে মৃতার বোনের অভিযোগের কোন মিল নেই। সভানেত্রী এস পি (পশ্চিম জেলা) -র সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেন এবং সমস্ত অভিযোগের তদন্ত করতে অনুরোধ করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায় যে দুর্ঘটনায় শিবানী দেববর্মার মৃত্যু হয়েছে।

04/4/2015
(Smt. Aparna De)
Member Secretary
Tripura Commission for Women